আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি, ক্ষতি লক্ষাধিক টাকার জিনিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ খাতড়ায় শুক্রবার সকালে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি। এই আগুনে নগদ টাকা-পয়সা, সোনার গয়না, চাল, ধান ও আসবাবপত্র সহ লক্ষাধিক টাকারও বেশি জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খাতড়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। শুক্রবার সকাল ৫টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার ভেদুয়াড়া গ্রামে। খাতড়া থানার পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, ওই গ্রামের বাসিন্দা বলাই বাউরির স্ত্রী নাকি এদিন সকালে মাটির ঘরের চালায় রান্না চাপিয়ে ছিলেন। শুকনো পাতা, খড়কুটো দিয়ে উনুনে জ্বাল দিচ্ছিলেন। এক সময় উনুন ছেড়ে তিনি নলকূপ থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই শুকনো পাতা ও খড়কুটোতে আগুন লেগে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে খড়ের ছাউনিতে লেগে যায়। চিৎকার, চেঁচামেচি করলে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় ডোবা (খাল) ও নলকূপ থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং দমকলকে খবর দেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভাতে সাহায্য করে। সাধারণ খেতমজুর ওই বাড়ির মালিক বলাই বাউরি বলেন, বাড়িতে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল চাষের জন্য। প্রায় দু'ভরির মতো সোনার গয়না এবং চাল, ধান, জামা, কাপড় সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্থানীয় সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হারাধন মুর্মু বলেন, বলাইবাবুর বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়েছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বাঁকুড়ায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনে ২৩-২৫ নভের সৌহার্দ, সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের বার্তা নিয়ে একতাই সম্প্রীতি, এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আগামী তিন দিন ধরে থাকছে কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোক শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়াও থাকছে 'একতাই সম্প্রীতি' ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর তৈরি প্রদর্শনী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয়। এদিন বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা থেকে একতাই সম্প্রীতির ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, জেলাশাসক উমা শঙ্কর এস।

পুরুলিয়ায় পুলিশের সংযোগ র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ভয় পেয়ে উর্দিধারী পুলিশের সাথে দুরত্ব না রেখে বরং নিজেদের প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা নিন। অনেকে আবার পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পরার ভয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন। না, তা করবেন না। সাহস করে সব সময় পুলিশের পাশে থেকে পুলিশের কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুষ্ঠ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিন সাধারণ মানুষও। মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই শুক্রবার 'সংযোগ' নামে একটি কর্মসূচি পালন করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। এই কর্মসূচির প্রধান বিষয় ছিল সাইকেল র‍্যালি। এদিন এই কর্মসূচির সূচনা উপলক্ষ্যে জেলার পাড়া বিধানসভার আনাড়ায় ও কাশীপুর বিধানসভার আদ্রাতে আয়োজিত পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে জেলাশাসক অলকেশ প্রসাদ রায়, জেলা পুলিশ সুপার আকাশ মাঘারিয়া, রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক আকাঙ্খা ভাস্কর, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পাড়ার বিধায়ক উমাপদ বাউরি, কাশীপুরের বিধায়ক স্বপন বেলথোরিয়া, রঘুনাথপুরের পুরপ্রধান ভবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সব সময় মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে আনাড়া থেকে একটি সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়ে প্রায় ২০ কিমি পথ অতিক্রম করে রেল শহর আদ্রার সেরসা ময়দানে শেষ হয়। ওই র‍্যালিতে স্কুল কলেজের পড়ুয়া সিভিক ভলেন্টিয়ারস এবং সাধারণ যুব সম্প্রদায় অংশ নিয়েছিল।

বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যোগে সচেতনতামূলক পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বঙ্গ বিদ্যালয় মাঠ থেকে বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্লাস্টিক বিরোধী, প্রকাশ্যে মলত্যাগ বন্ধ করা এবং নির্মল বাঁকুড়া গড়তে একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পদযাত্রা বঙ্গবিদ্যালয়ের সামনে থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ডাক্তার উমাশঙ্কর এস, বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, উপ-পুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল, স্বাস্থ্যকর্মী, স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ আরও অনেকে। প্রসঙ্গত, প্লাস্টিক বন্ধ করার বিষয় নিয়ে এর আগেও বাঁকুড়া জেলা জুড়ে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। তাতে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই এই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এই পদযাত্রা।

অন্য ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ায় প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ দুই যুগলের আত্মহত্যার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা এলাকায়। বুধবার রাতে যুগলের আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে কান্দি থানার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোতড়া গ্রামে। অপরদিকে এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার এক বাসিন্দার মাঠের ধারে একটি নিম গাছে দু'জনকে ঝুলতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহদুটিকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় মৃত প্রেমিক যুগলের নাম গৌরী প্রধান (১৯) ও সুরজিৎ ঘোষ (২২)। দুজনেই গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের মথরা গ্রামের বাসিন্দা। গৌরী প্রধান কান্দির একটি কলেজে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অপরদিকে সুরজিৎ ঘোষ বাইরে কাজ করতেন। গত ১০ মাস ধরে বাড়িতেই রয়েছেন। একটা ইউ ডি মামলা শুরু করা হয়েছে। দুজনের দেহ কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা তথা কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য সেলিম সেখ ও পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই দু'জনের। গৌরী প্রধানের অগ্রহায়ণ মাসের ২৭ তারিখে পলসণ্ডা চানক নবগ্রামে বিয়ের ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত অন্য ছেলের সঙ্গে এই বিয়ে মেনে নিতে পারে নি গৌরী ও সুরজিৎ। বুধবার রাত থেকে দুজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার সকালে গৌরীর কপালে সিদুর পরিয়ে একটি ওড়নায় দু'জন দুদিকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে এলাকার একটি নিম গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে মাঠে কৃষিকাজ করতে যাওয়া বাসিন্দারা প্রথম দুজনের ঝুলন্ত দেহ দেখে গ্রামবাসীদের ও দুই বাড়ির লোকদের খবর দেন। কান্দি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।

সোমামুখীতে কার্তিক প্রতিমা বিসর্জনের এক মুহূর্ত।

কাটোয়ায় জাল দলিলের কারবার, উদ্বিগ্ন ভূমি দপ্তর

শ্যামল রায়, কাটোয়া ঃ কাটোয়া শহরজুড়ে জাল দলিলের কারবার প্রকাশ্যে এসে যাওয়ায় ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা চিন্তিত। ইতিমধ্যেই জাল দলিলের পর্দা ফাঁস করেছে খোদ ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, জমিসহ বাড়ির দলিল জাল করার অপরাধে ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে কাটোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, কাটোয়া শহরে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম নতুন কিছু নয়। নিরীহ কোনো বাসিন্দা দেখলেই তাঁদের জমি বা বাড়ি দখলের টার্গেট নিয়ে নেয় জমি মাফিয়ারা। জাল দলিল ধরা পড়লে আমরা থানায় এফআইআর করি। কিন্তু তারপরেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অভিযোগ জমা পরলে অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ভূমি দপ্তরের আধিকারিক ধীরেন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, মনে হয় পুলিশ এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু আমরা অভিযোগ করে এসেছি, তার কপিও আমাদের কাছে রয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ দাস আরও জানিয়েছেন, জাল দলিল দাখিল করে রেকর্ড করিয়ে নেওয়ায় দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। জানা গিয়েছে, কাটোয়া শহরের ১২ নং ওয়ার্ডের রেলগেট এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ সাউ ভূমি সংস্কার দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন, গত ১৯৯০ সালের ৪ জুন বিশ্বনাথ ও তাঁর ভাই ধর্মদাস এবং রাজকুমার সাউ ঘোষ আট মৌজার সরাইপাড়া এলাকার বাসিন্দা আজাদ সেখ সাইকুড়ি বিবি আল আশেকের ২৭৪ নম্বর দাগে চার শতক জায়গা দেন। তারপর তাঁরা ওই জায়গার উপরে একতলা বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। অভিযোগ, মাস তিনেক আগে জমি মাফিয়া বিশ্বনাথ সাউ ও তার ছেলে অনিল সাউ-এর বাড়িতে ঢুকে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বাড়ি খালি করতে বলে। প্রতিবাদ করতে গেলে জমি মাফিয়ারা তাকে একটি দলিল দেখিয়ে ওই সম্পত্তি তার বলে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বিশ্বনাথ সাউ জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বাড়ি খালি করে দেওয়ার জন্য। এই ঘটনায় ওই দম্পতি সবসময় একটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই জমি অনিল সাউ-এর নামেই রয়েছে। জাল দলিল করে জমি হাতিয়ে নেওয়ার একটা চক্র শহরে গজিয়ে উঠেছে। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, এই বিষয়ে পুলিশের কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

গোঘাটের বল্লভবাটি গ্রামের দ্বারকেশ্বর নদের পাড় বাঁধানোর দাবিতে সরব এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বল্লভবাটি এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের পাড় বাঁধানোর দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, প্রতি বছরই বন্যায় আমাদের গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। জলের স্রোতে নদের পাড় ধসে যায়। বহু বছর ধরে ধস নামতে নামতে আমাদের গ্রামের বহু মানুষের বাস্তু ভিটে ও জমি এই নদের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। যদি এখনই এই নদের পাড় বাঁধানো না হয়, তাহলে আগামী দিনে জমি, আইসিডিএস কেন্দ্র, দুটি ইটভাটা এই নদের গর্ভে তলিয়ে যাবে। তাঁদের অভিযোগ, ভোট চাইতে এসে নেতা-নেত্রীরা এই পাড় বাঁধানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু ভোট কেটে গেলেই যে কে সেই। এলাকায় কোনও নেতার আর দেখা পাওয়া যায়না। এর ফলে আমাদের সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত এই নদের পাড় সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য বলেন, বাম আমলে গোঘাট এলাকায় তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। সেই দিক থেকে এই এলাকা বঞ্চিতই ছিল। আমাদের মা-মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। অনেকগুলি মাটির রাস্তা পাকা করা হয়েছে। পানীয় জল পরিষেবার উন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু মানুষের মাথার উপর ছাদ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় আইসিডিএস কেন্দ্রটি পাকা করার জন্য কাগজপত্রও জমা করা হয়েছে। এই নদের পাড় বাঁধানোর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছি। সেচ দপ্তরের কাছেও আবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে আরামবাগ মহকুমা সেচদপ্তরের এসডিও প্রীয়ম পাল বলেন, ওই এলাকায় পাড় বাঁধানোর একটি দাবি অনেক দিন থেকেই আছে। বিষয়টির গুরুত্ব দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাটের বায়ুগ্রামের বল্লভবাটি এবং আরামবাগের ডিঙ্গাডুঙ্গি আস্তানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। বর্ষাকাল ছাড়া এই নদ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

আবার বন্যার সময় বল্লভবাটি এলাকাটি নিচু জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় নদের জল ওই এলাকায় ঢুকে এলাকাটিকে প্লাবিত করে। প্রতি বছরই নদের জলের তোড়ে একটু একটু করে ধসে যেতে থাকে বল্লভবাটির নদ সংলগ্ন এলাকার পাড়। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বহু বছর ধরে ধসতে ধসতে আমাদের গ্রামের শিশির নন্দী, রাজেন্দ্র খাঁ, বাদল মিদ্যার জমির কিছু অংশ নদের গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এখনও ধস আটকাতে কোনও রকম ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয় একটি আরএলআই পাম্পের কাছে একটি লম্বা খাদের মতো সৃষ্টি হয়েছে। এই নদের পাড়েই অবস্থিত বল্লভবাটি আদিবাসী পাড়া, ১৮৩ নং আইসিডিএস সেন্টার, দুটি ইটভাটা ও কৃষি জমি।

এখনই যদি নদের পাড় বাঁধানো না হয় তাহলে ভবিষ্যতে সবকিছুই নদের গর্ভে চলে যাবে।

বিশ্বমানের সিলিন্ডার এবং গ্যাস প্রস্তুত কারক কোম্পানী এখন আপনার শহরে
Go Gas LPG সিলিন্ডার
যা অর্থের মূল্য দেয় এবং রান্নার সময় বাঁচায়।
যা ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম এবং বিস্ফোরণ রোধক সংস্থা(PESO) দ্বারা স্বীকৃত।
21kg সিলিন্ডার যা ঘরোয়া, বাণিজ্যিক, হোটেল, পিকনিক, হাসপাতাল, দোকান, ব্যাঙ্ক, হোস্টেল ইত্যাদি সর্বত্র ব্যবহারের আদর্শ।
go gas
যোগাযোগ
ডিস্ট্রিবিউটার
শ্রী বিষ্ণু গ্যাস এজেন্সি
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি
MOB - 9735519993/ 9233481211
বিঃ দ্রঃ-এজেন্ট বন্ধুরা সাব ডিলার (আরামবাগ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কোতুলপুর) নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন।

ICSE CURRICULUM
SARADA VIDYAPITH
AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL SCHOOL
[Following ICSE and ISC curriculum of the CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)]
ADMISSION OPEN
for Nursery / LKG / UKG / Class-I / Class-II / Class-III
Basantapur (West Side of Football Maidan), Ward No 17, Arambagh, Hooghly
For Details Please Call : 7063851550 // 9547545196 // 9434665942
Email : saradavidyapith2018@gmail.com